ভালো আছেন খালেদা জিয়া, কোয়ারেন্টিন শেষ হলেই শুরু হবে চিকিৎসা

মুক্ত বাতাস এবং পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্যে মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তবে শারীরিক সমস্যার উন্নতি হচ্ছে খুবই ধীরগতিতে। বর্তমানে তিনি গুলশানের বাসায় (ফিরোজা) হোম কোয়ারেন্টিনে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। কোয়ারেন্টিন শেষ হলে পুরোদমে চিকিৎসা শুরু হবে।

সে লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনাও তৈরি করছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা। কোয়ারেন্টিন থেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে, টিভি ও সংবাদপত্রে চোখ বুলিয়ে অবসর সময় পার করছেন তিনি।

করোনাভাইরাসের মহামারীতে সৃষ্ট পরিস্থিতির খোঁজখবর রাখছেন। দেশের এ সংকটকালে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে নেতাকর্মীসহ সমাজের বিত্তশালীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী। খালেদা জিয়ার পরিবার, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা সংকটের মধ্যে সরকারের নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়ার সাজা ছয় মাস স্থগিত করা হয়েছে। ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে গুলশানের ভাড়া বাসায় ওঠেন তিনি।

জানতে চাইলে খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব আবদুস সাত্তার যুগান্তরকে বলেন, পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে ম্যাডাম মানসিকভাবে কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। তবে ব্যথাসহ শারীরিক অন্যান্য সমস্যা আছে। আশানুরূপ উন্নতি না হলেও আগের চেয়ে তা কমতে শুরু করেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন। এরপর তার পুরোপুরি চিকিৎসা শুরু হবে। সুস্থতার জন্য দেশবাসীর দোয়া চেয়েছেন তিনি। সুস্থ হওয়ার পরই সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, গৃহকর্মী ফাতেমা ছাড়াও একজন নার্সকে তার দেখভালের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা নিয়মিত তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখছেন। তাদের পরামর্শে নেতাকর্মীসহ কারও

সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা-সাক্ষাৎ করছেন না। পরিবারের দু-একজন সদস্য তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সেটাও নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে।

সাত্তার আরও বলেন, কোয়ারেন্টিনে থাকলেও টিভি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি দেশের সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন। দেশের এই মহাসংকটের সময়ে দেশবাসী ও দলের নেতাকর্মীদের সচেতন, সতর্ক থাকার পাশাপাশি অসহায়, গরিব, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

জানা যায়, হোম কোয়ারেন্টিনে থাকলেও সোশ্যাল এবং অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে নিকট-আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন খালেদা জিয়া। দেশের বাইরে থাকা ছেলে, ছেলের বউ ও নাতনিদের সঙ্গে স্কাইপে কথা বলছেন।

ঢাকায় থাকা ভাইবোন, তাদের ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যও পাচ্ছেন খালেদা জিয়া। ফলমূল ছাড়া বাইরের কোনো খাবার খাচ্ছেন না। যেটুকু খাবার তিনি খাচ্ছেন তা বাসাতে রান্না হচ্ছে। বোনের বাসা থেকেও আসে পছন্দের খাবার। খালেদা জিয়ার বাড়ির কাজকর্ম পুরোটাই করছেন গৃহকর্মী ফাতেমা বেগম। যিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে কারাগারে ছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, লন্ডনে অবস্থানরত পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমানের তত্ত্বাবধানে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্থানীয় ডাক্তাররা তার দেখভাল করছেন। চিকিৎসার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে তারা জোবাইদা রহমানের পরামর্শ নিচ্ছেন।

এরই মধ্যে তার চিকিৎসায় ছয় সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। অধ্যাপক ডা. এফ এফ সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক ডা. রাজিবুল আলম, অধ্যাপক ডা. আবদুল কুদ্দুস, অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন ও ডা. মামুন রয়েছেন এ বোর্ডে। জোবাইদা রহমানের সঙ্গে কথা বলে তারা চেয়ারপারসনের চিকিৎসার একটি গাইডলাইন তৈরি করছেন।

জানতে চাইলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ‘ম্যাডাম এখন কোয়ারেন্টিনে আছেন। এখন প্রধান কাজ হল তাকে একা থাকতে দেয়া। উনি আগের চেয়ে মানসিকভাবে ভালো আছেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ায় তার পুরনো রোগগুলো জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে আগের ওষুধগুলোই চলছে।

কোয়ারেন্টিন শেষ হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন করে ওষুধ দেয়া শুরু হবে।

সুত্র-যুগান্তর

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, দুই ভাই নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের পাহাড়পুরে আওয়ামী লীগ সমর্থক দুইদল গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে মেহেদ আলী (৬০) ও গোকুল আলী (৫০) নামে দুই সহোদর নিহত হয়েছেন।

ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে পুর্ব বিরোধের জের ধরে মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে সালিশী বৈঠক শেষে এই সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় আরো ৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত সোমবার পাহাড়পুর ঈদগা মাঠে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলায় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। গতকাল সন্ধ্যার পর স্থানীয় বাধবাজার পুলিশ ক্যাম্পে এ বিষয়ে সালিশী বৈঠক হয়।

বৈঠক শেষে বাধবাজারে এসে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সমর্থিত লোকজন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ফিরোজুর রহমান কটার অফিসের সামনে এসে তাকে বকা-বাধ্য

করে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয় এবং এক পর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। নিহত দুজন কটার সমর্থক।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত করতে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পকেট খরচের টাকা বাঁচিয়ে কর্মহীণদের পাশে গাংনীর ছাত্রলীগ

সারাদেশে ছাত্রলীগ যখন নানা বির্তকে ঠিক তখনী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ব্যত্রিকমী এক উদ্দ্যোগে সুনাম অর্জন করলেন গাংনীর ছাত্রলীগ। করোনার কারনে কর্মহীন অসহায় মানুষের পাশে দারালেন নিজেদের পকেট খরচের টাকা দিয়ে। নিজেদের অর্থদিয়ে মানুষের পাশে দারিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় অনেকে বাহবা দিয়েছেন গাংনী পৌর ছাত্রলীগকে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী কাথূলী মোড়ে আনুষ্ঠানিক প্রধান অতিথি হিসেবে থেকে এ খাদ্য দ্রব্য বিতরন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

অনুষ্ঠানে গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি উদ্দ্যোক্তা ইমরান হাবিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, এসময় সহযোগিতা করেন গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ বিভিন্ন ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এম এ খালেক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনায় আমরা গাংনী উপজেলা দুই হাজার পরিবারের

খাদ্যের দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু তার আগেই আমাদের অঙ্গ সংগঠন গাংনী পৌরছাত্রলীগের আয়োজনে এ খাদ্য দ্রব্য বিতরন আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগের সেই অতীত ইতিহাসকে। অতীতে ছাত্রলীগ বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে দারিয়েছে। আবারো আমরা গাংনীতে সেই গৌরবউজ্জল ছাত্রলীগ পেয়েছি। আমি গাংনী পৌর ছাত্রলীগকে কথা দিচ্ছি তারা যে ধরনের সহযোগিতা আমার কাছে চাইবে আমি তাদের সেই ধরনের সহযোগিতা দেব। তাছাড়াও পৌরছাত্রলীগের এমন কর্মকান্ড আগামীতে তাদের আরো ভালো নেতৃত্বে পেতে সহযোগিতা করা হবে।

এসময় পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিব বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিদের্শনায় মোতাবেক আমরা নিজেদের পকেট খরচের টাকা বাচিয়ে পৌর এলাকার ২র্শ কর্মহীণ পরিবারের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

মেহেরপুরে করোনা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম নিয়ে সাবেক এমপি জয়নালের উদ্বেগ

মেহেরপুরে করোনা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাবেক এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন।

তিনি রবিবার রাতে মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর ফেসবুক ওয়ালেও স্ট্যাটাস দিয়েছেন। যা হুবুহু প্রকাশ করা হলো।

“প্রিয় মেহেরপুরবাসী, আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ রহমতে সুস্থ থাকলেও আমার মনে হয় করোনার প্রভাবে কিছুটা মানসিক দুর্দশাগ্রস্ত ও অস্বস্তিতে ভুগছেন।

দীর্ঘদিন পরে আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি দুটি জরুরি কথা

বলার জন্য। ইতিমধ্যে আপনারা অবগত হয়েছেন যে, ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ চীনের উহান, হুবেই (Wuhan, Hubei) প্রদেশে ‘করোনা ভাইরাস’ নামক রোগে আক্রান্ত হয়েছে, মৃত্যুবরণও করেছে। তখন গোটা বিশ্ব এটাকে ততটা আমলে নেয়নি।

ঠিক এর ৭৩ দিন পর জাতি সংঘের সহযোগী সংস্থা যার প্রধান কার্যালয় জেনেভা থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৩১ জানুয়ারি ২০২০ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করলেন এই বলে যে, চীন ছাড়াও এই ভাইরাসটি পর্যায়ক্রমে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সংক্রামিত হতে পারে।

২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে আমরা প্রথম করোনার প্রাদুর্ভাব দেখতে পেলাম। ১৮ মার্চ প্রথম আমরা জানতে পারলাম এই করোনা ভাইরাসে ১৪ জন সংক্রামিত হয় ও ৭০ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এই ভাইরাসে ৪৮ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন। তারপর থেকে অদ্যাবধি করোনা সংক্রান্ত তথ্য অনেকেরই জানা। সরকার ২৪ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারিসহ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছেন। ‘নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি’ বাদে গণপরিবহন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রয়েছে।

এমতাবস্থায় মেহেরপুরের সাধারণ দিনমজুর, শ্রমিক থেকে শুরু করে হতদরিদ্র মানুষ খুব কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ইতোমধ্যে সরকার এইসমস্ত মানুষের জন্য সাহায্য, সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন।

আমি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি এই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এই কমিটিগুলোর দৃশ্যমান কোন তৎপরতা এপর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি।

যেহেতু আমি মেহেরপুর-১ এক আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিলাম সেহেতু গত কয়েকদিন থেকে মেহেরপুরের দূর্দশা ও অভাবগ্রস্ত মানুষ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমার নিকট জানতে চায় কোথায় গেলে সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পাবো।

তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায়, আমার নেত্রী মানবতার মা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্বেও আমি সেই সমস্ত বিপদগ্রস্ত মানুষদের কোন তথ্য ও সদুত্তর দিতে পারিনি।

আমার মনে হয় এই মহা দূর্যোগের সময় দুস্ত মানবতার সেবায় জেলা পর্যায়ের সরকারি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অন্যান্য পর্যায়ের কমিটিগুলোর অতি দ্রুত মাইকিং ও কেবল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।

সবাই সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন।
আপনাদের দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করি।”

মতলববাজ, গুজব সৃষ্টিকারীদের প্রশাসনের হাতে তুল দিন: কাদের

করোনাভাইরাস নিয়ে কোনো ধরণের গুজবে কান না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেছেন, মতলববাজ, গুজব সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করে প্রশাসনকে অবহিত করুন। এই ধরনের গুজব শুধুমাত্র আমাদের সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে।

শুক্রবার ভিডিও বার্তায় এক ব্রিফিংয়ে একথা বলেন তিনি।

সরকারের প্রভাবশালী এই মন্ত্রী বলেন, আপনারা কোনো ধরণের গুজবে কান দেবেন না। সঠিক তথ্যের জন্য প্রচলিত গণমাধ্যম তথা টেলিভিশন-রেডিও-সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন। প্রয়োজনে সরকার নির্দেশিত হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দাবি করে তিনি বলেন, মানবসভ্যতা আজ এক সংকটের মুখোমুখি। সারা বিশ্ব আজ প্রাণঘাতী নভেল করোনাভাইরাসে আতঙ্কিত। প্রতিদিন মানুষ প্রাণ

হারাচ্ছে। পরম করুণাময়ের অসীম কৃপায় বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

করোনাভাইরাস শনাক্তের কিট ও সরঞ্জামাদি দেয়ায় চীনকে ধন্যবাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, ইতোমধ্যেই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও চীন বাংলাদেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসামগ্রী বিশেষ বিমানযোগে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে চীন থেকে আরও চিকিৎসাসামগ্রী বাংলাদেশে পৌঁছাবে। আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই দু:সময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমি বিশ্বের এই সংকটকালীন মূহূর্তে সমাজের ধনী ও বিত্তবানদের প্রতি আমাদের চারপাশে খেটে খাওয়া দিনমজুর-অসহায় মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে এ সকল দরিদ্র জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু করেছেন এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন।

দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমি আওয়ামী লীগের সব নেতাকর্মী, বিশেষ করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সুত্র-যুগান্তর

হোম কোয়ারেন্টিনে কেমন কাটছে খালেদা জিয়ার?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ২৫ মাস কারাভোগের পর মুক্তি পেয়েছেন। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন তিনি। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কোয়ারেন্টিনের প্রথম দিনটি কেমন কেটেছে, বৃহস্পতিবার তা দেখে এসেছেন চিকিৎসকরা।

খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজার দোতলায় থাকছেন। সেখানে নিকটাত্মীয়দের প্রবেশেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার কক্ষে যেতে হলে পাশের আরেকটি কক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেখানে হোম কোয়ারেন্টিনের নিয়মাবলি মেনেই চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার দুপুরের পর খালেদা জিয়ার বাসায় যাওয়া চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর ডা. এফএফ রহমান, প্রফেসর ডা. রজিবুল ইসলাম, প্রফেসর ডা. আব্দুল কুদ্দুস, প্রফেসর ডা. হাবিবুর রহমান, প্রফেসর সিরাজ উদ্দিন ও প্রফেসর ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।

বেরিয়ে এসে জাহিদ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসকদের পরামর্শে খালেদা জিয়া সেলফ কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। তার অবস্থা আগের মতোই। তবে বাসায় নিজস্ব পরিবেশে অবস্থান করার কারণে তার ভেতরে মানসিক স্বস্তি কাজ করছে।

এই চিকিৎসক আরও জানান, রোজই আমরা কোয়ারেন্টিন-আইসোলেশনের নিয়ম মেনে তাকে পর্যবেক্ষণ করব। আজ আমরা কিছু ওষুধের ডোজ কমিয়ে-বাড়িয়ে দিয়েছি। কোয়ারেন্টিন শেষে ওনার অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

চিকিৎসকরা খালেদা জিয়াকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলেও জানান জাহিদ হোসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গুলশানের বাসাতেই খালেদা জিয়ার চিকিৎসা হবে। তবে খালেদা জিয়ার মূল চিকিৎসক থাকেন লন্ডনে। তার সঙ্গে

সুত্র-যুগান্তর

মহান স্বাধীনতা দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্পমাল্য অর্পণ

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এসময় সময় জেলা বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ছাত্রলীগ নেতা রুবেল ও শোভন আটক

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ও কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি কুদরত-ই খোদা রুবেল ও আবু মোর্শেদ শোভন সরকার কে চাঁদাবাজি মামলায় আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গতকাল সদর থানা পুলিশের এসআই ইকবাল তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

আজ বুধবার সকালে আটক দুই নেতাকে আদালতে পাঠানো হয়।

আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সদর থানা পুলিশের ওসি শাহ দারা খান জানান, মেহেরপুর সরকারি কলেজর ছাত্র অমিত হাসান বাদি হয়ে রুবেল ও শোভন সরকারের বিরুদ্ধে জোর পূর্বক অর্থ আদায়ের অভিযোগ করে একটি মামলা দায়ের করেন যার নং ২৪।

এজন্য তাদের আটক করে আজ বুধবার সকালে আদালতে পাঠানো হয়।

এছাড়াও এই দুই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে ইভটিজিং ও মারামারির বিভিন্ন অভিযোগ আছে।

এদিকে রুবেল ও শোভন সরকারের আটকের বিষয়ে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন সাবেক ছাত্রনেতা ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড.ইয়ারুল ইসলাম ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল।

অ্যাড.ইয়ারুল বলেন এটা গ্রুপিং রাজনীতির ফল। মিথ্যা মামলায় তাদের ফাঁসানো হয়েছে৷

গোলাম রসুল বলেন, রুবেল ও শোভন কে আটকের পর আমরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়েছি। তাদের নামে যে মামলা করা হয়েছে সেটা মিথ্যা।

মামলার বাদির সাথে আমার কথা হয়েছে সে বলেছে আমি মামলার বিষয়ে তেমন কিছু জানিনা। আমাকে থানায় নিয়ে বলা হয়েছে একটা ফর্মে সাক্ষর করতে, আমি করেছি।

আমাদের ছাত্র নেতাদের মিথ্যা মামলা দিয়ে একশ্রেনীর রাজনৈতিক গ্রুপ স্বার্থ হাছিল করতে চাই। যেটা খুবই দুঃখ জনক।

২৫ মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাঝে

দেশবাসীর উদ্দেশে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এ ভাষণ দেবেন তিনি।

সোমবার সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ কথা জানান।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রাখুন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যখন যেটা করতে হবে প্রধানমন্ত্রী সে সম্পর্কে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে দিক নির্দেশনা দেবেন। ২৫ মার্চ তিনি এই ভাষণ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

ধারণা করা হচ্ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তুলে ধরে দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন না হতে আশস্ত করবেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। এই মুহূর্তে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়েও তিনি কথা বলবেন।

সুত্র-যুগান্তর

বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত

করোনোভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিএনপির সব সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে শুধু করোনা সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান থাকবে। শনিবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

রোববার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশব্যাপী দলের সব পর্যায়ে চলমান কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত

বন্ধ থাকবে।

এর আগে করোনাভাইরাসের কারণে কারাবন্দি চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ১১ মার্চের দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচিও বাতিল করেছিল দলটি।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার পর এ পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত ধরা পড়েছেন ২৪ জন।